আবূ সাঈদ খুদরীর হাদীস। তাতে রয়েছে কিয়ামতের দৃশ্য, মুমিনদের আল্লাহর দর্শন লাভ করা, ফুলসিরাত পার হওয়া এবং যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ ঈমান রয়েছে তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে আনা ও সুপারিশের আলোচনা।

আবূ সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, আমরা বললাম হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি কিয়ামতের আমাদের রবকে দেখতে পাব? তিনি বললেন,পরিষ্কার আকাশে সূর্য ও চাঁদকে
দেখতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হয় কি? আমরা বললাম, না। তিনি বললেন, নিঃসন্দেহে কিয়ামতের দিন তোমাদের রবকে দেখতে তোমাদের কোনো অসুবিধা হবে না তবে এ দু’টিকে দেখতে তোমাদের যতটুকু অসুবিধা হয়। অতঃপর তিনি বললেন, একজন আহ্বানকারী আহ্বান করে বলবে, প্রত্যেক সম্প্রদায় যার যার উপাসনা করত তারা যেন তার তার দিকেই গমন করে। তখন ক্রসের অনুসারীরা তাদের ক্রসের সাথে, মুর্তির উপাস্যরা তাদের মুর্তির সাথে এবং প্রত্যেক উপাসক তাদের উপাস্যদের সাথে যাবে। তখন শুধু বাকী থাকবে কেবল আল্লাহর ইবাদতকারী ভালো ও মন্দ লোকেরা এবং আহলে কিতাবীদের অবশিষ্টগণ। অতঃপর জাহান্নামকে এনে পেশ করা হবে, তা যেন মরীচিকা। তখন ইয়াহূদীদের বলা হবে, তোমরা কীসের উপাসনা করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহর ছেলে উযাইরের উপাসনা করতাম। তখন তাদের বলা হবে, তোমরা মিথ্যা বলছ। আল্লাহর কোনো স্ত্রী সন্তান ছিল না। এখন তোমরা কি চাও? তারা বলবেন, আমাদেরকে পান করতে দাও। তখন তাদের বলা হবে, তোমরা পান কর, ফলে তারা একের পর এক জাহান্নামে পরে যাবে। অতঃপর খ্রিস্টানদের বলা হবে, তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবে, আমরা আল্লাহর ছেলে মাসীহের ইবাদত করতাম। তাদেরকে বলা হবে: তোমরা মিথ্যা বলছ, আল্লাহর কোনো স্ত্রী ও সন্তান ছিল না। তোমরা এখন কী চাও? তখন তারা বলবে, আমরা চাই আমাদেরকে পান করতে দিন। তাদেরকে বলা হবে: পান কর, ফলে তারা একের পর এক জাহান্নামে পরে যাবে, অবশেষে আল্লাহর ইবাদতকারী ভালো ও মন্দ লোকেরা অবশিষ্ট থাকবে। তাদের বলা হবে, কীসে তোমাদের আঁটকে রেখেছে অথচ সব মানুষ চলে গেছে? তখন তারা বলবে, আমরা তাদেরকে (তাদের বাতিল উপাস্যসহ দুনিয়াতে) ত্যাগ করেছি। আজকে আমরা সবচেয়ে বেশি তাঁর (আল্লাহর) মুখাপেক্ষী। আর আমরা একজন আহ্বানকারীকে আহ্বান করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন, প্রত্যেক সম্প্রদায় যেন তার সাথেই মিলিত হয় যার তারা ইবাদত করত। তাই আমরা আমাদের রবের অপেক্ষা করছি। তিনি বলেন, তখন মহান ক্ষমতাধর তাদের কাছে প্রথমবার যে আকৃতিতে তাকে দেখেছে তার ভিন্ন আকৃতিতে আসবে। এসে বলবেন, আমি তোমাদের রব, তখন তারা বলবে, তুমি আমাদের রব। তখন নবীগণ ছাড়া কেউ তার সাথে কথা বলবে না। তিনি বলবেন, তোমাদের মাঝে ও তার মাঝে কোনো নিদর্শন আছে কি যদ্বারা তোমরা তাকে চিনতে পারো? তারা বলবে, পায়ের গোছা/নলা। তখন তিনি তার গোছা/নলা উম্মুক্ত করবেন। প্রতিটি মুমিন তাকে সাজদাহ করবে। যারা লোক দেখানো ও সুনামের জন্য সাজদাহ করত তারা বাকী থাকবে। তারা সাজদাহ করতে যাবে, তখন তার পিঠ একটি তখতার মতো হয়ে ফিরে আসবে। তারপর পুলসিরাতকে নিয়ে আসা হবে এবং তাকে জাহান্নামের উপর রাখা হবে। আমরা বললাম হে আল্লাহর রাসূল পুল কি? তিনি বললেন, পিচ্ছিল স্থান পা স্থীর থাকতে পারে না, তার ওপর রয়েছে বাঁকা লোহার বহু ধারালো শলাকা; প্রশস্ত কাঁটাধার বৃক্ষ, যার রয়েছে বাঁকা কাটা যা নজদে হয়ে থাকে। তাকে সা‘আদান বৃক্ষও বলে। মুমিনগণ তার ওপর দিয়ে পার হবে চোখের পলকের মতো, আবার কেউ কেউ বিজলীর মতো, আবার কেউ দ্রুত যান বা ঘোড়ার মতো। কেউ নিরাপদে নাজাত পাবে, কেউ ক্ষতবিক্ষত

হয়ে নাজাত পাবে, আবার কেউ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। তোমরা তোমাদের কাছে স্পষ্ট হওয়া হকের জন্যে আমার কাছে যেরূপ আবদার কর, সে দিন মহা প্রতাপশালীর নিকট মুমিন ব্যক্তি তার চেয়ে কঠিন আবদার করবে। যখন তারা দেখবে যে তারা নিজেরা নাজাত পেয়ে গেছে, তখন তারা তাদের ভাইদের ব্যাপারে বলবে, হে আমার রব! আমাদের ভাইয়েরা আমাদের সাথে সালাত আদায় করত, সাওম পালন করত আমাদের সাথে তারা আমল করত। তখন আল্লাহ তা‘আলা বলবেন, যাও যার অন্তরে এক দীনার পরিমাণ ঈমান দেখতে পাবে, তাকে তোমরা বের করে নিয়ে আস। আল্লাহ তাদের চেহারাকে জাহান্নামের ওপর হারাম করে দিবেন। তখন তারা তাদের কাছে আসবে, (দেখবে) তাদের কেউ জাহান্নামের আগুনে পা পর্যন্ত আবার কেউ অর্ধ নলা পর্যন্ত ডুবে গেছে। তারা যাদেরকে চিনতে পাবে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। অতঃপর আবার ফিরে যাবে। তখন তিনি বলবেন, যাদের অন্তরে অর্ধ দীনার পর্যন্ত ঈমান দেখতে পাবে তাদের তোমরা বের করে নিয়ে আসো। তখন তারা যাদের চিনতে পাবে তাদেরকে বের করে নিয়ে আসবে। তারপর আবার ফিরে আসবে। তখন তিনি বলবেন, যাও যার অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ ঈমান পাবে, তাকে বের করে নিয়ে আসো। তারপর তারা যাদেরকে চিনতে পারবে তাদের বের করে নিয়ে আসবে। আবূ সাঈদ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, যদি তোমরা আমাকে বিশ্বাস না কর, তবে তোমরা পড়, “আল্লাহ তা‘আলা এক বিন্দু পরিমাণ যুলুম করেন না। আর যদি নেক আমল হয় তাকে বহুগুণ বৃদ্ধি করেন।” বস্তুত নবীগণ, ফিরিশতাগণ এবং মুমিনগণ সুপারিশ করবেন। তখন মহান আল্লাহ বলবেন, আমার সুপারিশ অবশিষ্ট রয়ে গেছে। তখন তিনি এক মুষ্টি জাহান্নামীকে তালু বদ্ধ করবেন এবং কতক সম্প্রদায়কে জাহান্নাম থেকে বের করবেন যারা কয়লা হয়ে গেছে। ফলে তাদেরকে জান্নাতের মুখে একটি নদীর মধ্যে নিক্ষেপ করা হবে, যাকে আবে-হায়াত বলা হয়। তখন তারা তার দুই পাশে এমনভাবে গজাবে যেমনিভাবে বন্যার আবর্জনার মধ্যে দানা গজায়। তোমরা অবশ্যই পাথর ও গাছের পাশে এসব উদ্ভিত দেখেছ; তার যে অংশ সুর্যের দিকে তা হয় সবুজ আর যে অংশ ছায়ার দিকে তা হয় সাদা। তাদের বের করা হবে যেন তারা মণিমুক্ত। তাদের গর্দানে মোহর লাগানো হবে, অতঃপর তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। তখন জান্নাতীগণ বলবেন, এরা রহমানের মুক্তদল। তাদের কৃত কোনো আমল ছাড়া এবং কোনো কল্যাণ করা ছাড়াই তিনি তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ
করিয়েছেন। তারপর তাদের বলা হবে, তোমরা যা দেখছ সবই তোমাদের আর তার সাথে রয়েছে তার সমপরিমাণ।
[সহীহ] [মুত্তাফাকুন ‘আলাইহি (বুখারী ও মুসলিম)।]

কতক সাহাবী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন, কিয়ামতের দিন আমরা আমাদের রবকে দেখতে পাব কি? উত্তরে তিনি বললেন, দুপুর বেলায় সূর্য এবং চৌদ্দ তারিখের রাতে চাঁদ যেভাবে তোমরা কোনো প্রকার বিড়ম্বনা ও বিতর্ক ছাড়া দেখতে পাও অনুরূপভাবে কিয়ামতের দিন তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পাবে। এখানে উদাহরণের উদ্দেশ্য আল্লাহর দর্শন সুস্পষ্ট, সন্দেহাতীত, কষ্টহীন ও মত বিরোধবিহীন হবে সেটা বুঝানো। অতএব, এখানে এক দেখাকে অপর দেখার সাথে তুলনা করা হয়েছে মাত্র, এক দর্শনকৃত সত্ত্বাকে অপর দর্শনকৃত সত্তার সাথে তুলনা করা হয় নি। আর এ দেখা কখনো সে দেখা নয়, যা জান্নাতে আল্লাহর বন্ধুদের সম্মান ও সাওয়াব হিসেবে প্রদান করা হবে। কারণ, এখানে উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আল্লাহর ইবাদত করেছে এবং যে গাইরুল্লাহর ইবাদত করেছে তাদের দু’জনের মধ্যে পার্থক্য করা। তারপর রাসূলুল্লাহ সংবাদ দেন যে, কিয়ামতের দিন একজন আহ্বানকারী আহ্বান করবে, যে আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কিছুর ইবাদত করত সে যেন তার অনুসরণ করে। অন্য একটি সহীহ বর্ণনায় বর্ণিত: আল্লাহ নিজেই ডাক দিবেন। তখন যারা আল্লাহকে বাদ মূর্তিপূজা করত তাদের একত্র করা হবে এবং তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তখন শুধু যারা আল্লাহর ইবাদত করত তারাই বাকী থাকবে -পাপী হোক বা নিষ্পাপ হোক। আরও অবশিষ্ট থাকে কতক ইয়াহূদী ও খৃষ্টান। তবে মানুষের বিরাট ও বড় অংশ তাদের মূর্তিদের সাথে জাহান্নামে চলে যাবে। ঐ ভয়াবহ স্থানে জাহান্নামকে মরীচিকার মত তুলে ধরা হবে মানুষের সামনে। ইয়াহূদীদের উপস্থিত করে জিজ্ঞাসা করা হবে তোমরা কার ইবাদত করতে? তারা বলবে আমরা আল্লাহর বেটা উযাইরের ইবাদত করতাম। তখন তাদের বলা হবে, তোমরা তোমাদের কথাতে (উযাইর আল্লাহর বেটা) কিথ্যা বলছ। আল্লাহ কোনো স্ত্রী ও সন্তান গ্রহণ

فمـــا»
«أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تبين لكم، من المؤمن يومئذ للجبار

فيقول الجبار: بقيت شفاعتي،» «فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقواماً قد امتحشوا فيقبـــــض» «قبضـــة كمـا تنبـت»: الحبة في حميل السيل، قد رأيتموها إلى جانب الصخرة، وإلى جانب الشجرة، فما كان إلى الشمس منها كان أخضر، «وما كان إلى الظل كان أبيض

উদ্ভিদের মতো তাদের খুব দ্রুত গজানোকে তুলনা করা। এ কারণেই তিনি বলেন, ‘সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতার বিবেচনায় তাদের চামড়া যেন মণিমুক্তা।’ তার বাণী: ‘এ ধরনের সীলে লেখা থাকবে, জাহান্নাম থেকে রহমানের মুক্তিপ্রাপ্তগণ’ যেমনটি অপর একটি বর্ণনায় উল্লেখ করা হয়েছে। তার বাণী: ‘তারা দুনিয়াতে কোনো নেক আমল করে নি, তবে তাদের সাথে রয়েছে মূল ঈমান। আর হলো এ কথার সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং তাদের প্রতি প্রেরিত

রাসূলদের প্রতি ঈমান।’ তার বাণী: তারপর তাদের বলা হবে, «معه ومثله ، رأيتم ما لكم «এতে স্পষ্ট হয় যে, তারা জান্নাতের খালি জায়গায় প্রবেশ করবে, তাই তাদের এটি বলা হয়েছে।

http://www.sunnah.global/hadeeth/bn/show/8301